بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুমআ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখের খুতবার সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক টিলফোর্ড, ইসলামাবাদস্থিত মসজিদ মুবারকে প্রদত্ত

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে, তাঁর নাম হযরত মুসআব বিন উমায়ের। হযরত মুসআব বিন উমায়ের-এর সম্পর্ক ছিল কুরাইশদের বনু 'আব্দুদ্ দ্বার' গোত্রের সাথে। হযরত মুসআব বিন উমায়ের এর মাতা মক্কার একজন সম্পদশালী নারী ছিলেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের এর পিতামাতা তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। হযরত মুসআব মক্কার উন্নত মানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, আর 'হাযার মওত' অঞ্চলে প্রস্তুত হাযরামি জুতা, যা ধনীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তা সেখান থেকে আনিয়ে পরিধান করতেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের-এর স্ত্রীর নাম ছিল হামনা বিনতে জাহাশ, যিনি মহানবী (সাঃ)এর পবিত্র স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ এর বোন ছিলেন।

হযরত মুসআব বিন উমায়ের মহান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। কিন্তু নিজের মাতা এবং স্থানীয়দের বিরোধিতার আশঙ্কায় প্রথমে তা গোপন রাখেন। হযরত মুসআব গোপনে মহানবী (সাঃ)এর সকাশে উপস্থিত হতে থাকেন। একদিন উসমান বিন তালহা তাকে নামাযরত অবস্থায় দেখে ফেলেন এবং তার মা ও পরিবারের সদস্যদেরকে বলে দেন। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে বন্দি করেন। বন্দিদশা থেকে কোনপ্রকারে মুক্ত হয়ে তিনি হিজরত করে ইথিওপিয়ায় চলে যান। কিছুকাল পর যখন কতিপয় মুহাজির ইথিওপিয়া থেকে মক্কা ফিরে আসেন, হযরত মুসআব বিন উমায়েরও তখন তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত মুসআব এর মাতা তার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে বিরোধিতা পরিত্যাগ করে এবং ছেলেকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেয়।

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) দু'বার হিজরত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি প্রথমে ইথিওপিয়া এবং পরবর্তীতে মদিনায় হিজরত করেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)কে আমি স্বাচ্ছন্দ্যের যুগেও দেখেছি আর মুসলমান হওয়ার পরেও দেখেছি। ইসলামের খাতিরে তিনি এত দুঃখ সহ্য করেছেন যে, আমি দেখেছি তার শরীর থেকে চামড়া সেভাবে খুলে পড়ছিল যেভাবে সাপের খোলস পড়ে যায় এবং নতুন চামড়া গজায়। এগুলো কুরবানীর এমন উন্নত মান যা অতি বিস্ময়কর।

একদিন মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর কাছে আসেন যখন তিনি (সাঃ) স্বীয় সাহাবীদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন হযরত মুসআব এর কাপড়ে চামড়ার তালি লাগানো ছিল। কোথায় সেই উন্নত মানের পোশাক আর কোথায় মুসলমান হওয়ার পর এই অবস্থা যে, (পোশাকে) চামড়ার তালি লাগানো ছিল। সাহাবীগণ হযরত মুসআবকে দেখে নিজেদের মাথা নত করে রাখেন, কেননা তারা হযরত মুসআব-এর পরিবর্তিত অবস্থায় কোন প্রকার সাহায্য করতে অক্ষম ছিলেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের এসে সালাম করেন। মহানবী (সাঃ) সালামের উত্তর দেন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর তিনি (সাঃ) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র) জগৎপূজারীদের জাগতিক স্বার্থস্বিদ্ধি হোক। আমি মুসআবকে সেই যুগেও দেখেছি যখন মক্কা নগরীতে তার চেয়ে অধিক সম্পদশালী ও প্রাচুর্যশালী আর কেউ ছিল না। তিনি পিতামাতার সবচেয়ে আদরের সন্তান ছিলেন, কিন্তু খোদা এবং তাঁর রসূলের ভালোবাসা তাকে আজ এই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে, আর তিনি সেই সবকিছু খোদা ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করেছেন।

হযরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সাথে মসজিদে বসেছিলাম, তখন হযরত মুসআব বিন উমায়ের আসেন। তার দেহে চামড়ার তালি লাগানো একটি চাদর ছিল। মহানবী (সাঃ) তাকে দেখে, তার বর্তমান অবস্থার তুলনায় পূর্বেকার সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথা স্মরণ করে অশ্রুপাত করেন। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, 'তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে যখন তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি সকালে এক পোশাক পরলে সন্ধায় অন্য পোশাক পরবে'। অর্থাৎ এত প্রাচুর্য হবে যে, সকাল-সন্ধ্যা তোমরা পোশাক পরিবর্তন করবে। অতঃপর তিনি বলেন, 'আর তার সামনে খাবারের একটি পাত্র রাখা হবে আর দ্বিতীয়টি সরানো হবে' অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার খাবার থাকবে আর বিভিন্ন পদের খাবার সামনে

আসতে থাকবে, যেমনটি আজকালকার রীতি রয়েছে। তোমরা তোমাদের ঘরবাড়িতে সেভাবে পর্দা টানাবে যেমনটি কাবা শরীফের গিলাফ পরানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ অত্যন্ত মূল্যবান পর্দা ব্যবহৃত হবে। এগুলো সম্পূর্ণভাবে বর্তমান যুগের দৃশ্য অথবা সেই স্বাচ্ছন্দ্যের দৃশ্য যা মুসলমানরা পরবর্তী যুগে লাভ করেছিল। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমরা কি তখন আজকের তুলনায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে থাকব আর ইবাদতের জন্য অবসর থাকব? অর্থাৎ এমন স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে এবং এরূপ অবস্থা যদি হয় তাহলে কি আমরা ইবাদতের জন্য সম্পূর্ণ অবসর থাকব এবং কষ্ট ও পরিশ্রম করার প্রয়োজন হবে না? তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, না, বরং তোমরা আজ সেই দিনগুলোর চেয়ে ভালো অবস্থায় ও অবস্থানে রয়েছ। তোমাদের অবস্থা, তোমাদের ইবাদত, তোমাদের মান তার চেয়ে অনেক উন্নত যা পরবর্তীতে আগমনকারীদের স্বাচ্ছন্দ্যের আদলে লাভ হবে।

আকাবার প্রথম বয়আতের সময় মদিনা থেকে আগত ১২ ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)এর হাতে বয়আত করেন। তারা যখন মদিনায় ফিরে যাচ্ছিল তখন মহানবী (সাঃ) হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে কুরআন পড়ানো এবং ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য তাদের সাথে প্রেরণ করেন। মদিনায় হযরত মুসআব হযরত আসাদ বিন যুরারা-র ঘরে অবস্থান করেন। তিনি নামাযে ইমামের দায়িত্বও পালন করতেন। হযরত মুসআব দীর্ঘকাল হযরত আসাদ বিন যুরারা-র ঘরে অবস্থানরত থাকেন, কিন্তু পরবর্তীতে হযরত সা'দ বিন মুআয-এর ঘরে স্থানান্তরিত হন। হযরত বারা বিন আযেব থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সাঃ)এর মুহাজির সাহাবীদের মাঝে সর্বপ্রথম আমাদের কাছে মদিনায় আগমনকারী ছিলেন মুসআব বিন উমায়ের এবং ইবনে উম্মে মাকতুম। মদিনায় পৌঁছে এই উভয় সাহাবী আমাদেরকে পবিত্র কুরআন পড়াতে আরম্ভ করেন। হযরত বারা বলেন, আমি কখনো মদিনাবাসীদের এত আনন্দিত হতে দেখিনি যতটা তারা মহানবী (সাঃ)এর আগমনে আনন্দিত হয়েছিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও বলতে থাকে যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল, আমাদের কাছে এসেছেন।

সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব হযরত মুসআব বিন উমায়ের সম্পর্কে বর্ণনা করেন, দ্বারে আরকামে যেসব ব্যক্তিগণ ঈমান আনয়ন করেছিলেন তারাও সাবেকীনদের (অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকারীদের) মাঝে গণ্য হন। তাদের মাঝে অধিক প্রসিদ্ধ হলেন- প্রথমতঃ মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ), যিনি বনু আব্দুদ্ দ্বার গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং খুবই সুদর্শন ও সুন্দর চেহারার মানুষ ছিলেন আর নিজ বংশের খুবই স্নেহভাজন ও প্রিয় ছিলেন। তিনি সেই যুবক বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব যাকে হিজরতের পূর্বে মদিনায় ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং যার মাধ্যমে মদিনায় ইসলাম প্রসার লাভ করে। তাছাড়া হযরত মুসআব বিন উমায়ের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি হিজরতের পূর্বে মদিনায় হযরত সা'দ বিন খায়সামা-র ঘরে প্রথম জুমুআ পড়িয়েছেন। হযরত মুসআব (রাঃ) হযরত আসাদ বিন যুরারাকে সাথে নিয়ে আনসারদের বিভিন্ন পাড়ায় তবলীগের উদ্দেশ্যে যেতেন। হযরত মুসআবের তবলীগে অনেক সাহাবী মুসলমান হন যাদের মাঝে জ্যেষ্ঠ সাহাবী যেমন–হযরত সা'দ বিন মুআয, হযরত আব্বাদ বিন বিশর, হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত মুসআব-এর তবলীগি প্রচেষ্টার ফলে, মদিনায় ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হয়ে যায় আর অওস এবং খাযরাজ গোত্র অতি দ্রুত মুসলমান হতে আরম্ভ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি পুরো গোত্র একই দিনে মুসলমান হয়ে যায়। অতএব বনু আব্দিল আশহাল গোত্রও এভাবে একত্রে একই সময়ে মুসলমান হয়েছিল। এই গোত্রটি আনসারদের প্রসিদ্ধ অওস গোত্রের একটি স্বতন্ত্র অংশ ছিল আর এই গোত্রের নেতার নাম ছিল সা'দ বিন মুআয, যিনি শুধু বনু আব্দিল আশহাল গোত্রেরই সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন না বরং অওস গোত্রেরও সরদার ছিলেন। মদিনায় যখন ইসলামের প্রচার কার্য চলতে থাকে তখন সা'দ বিন মুআযের কাছে তা ভালো লাগে নি এবং তিনি এটিকে প্রতিহত করতে চান। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সা'দ বিন মুআয খুবই বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আসাদ বিন যুরারা'র সাথে তার নিকটাত্মীয়তা ছিল। অর্থাৎ তারা একে অপরের খালাতো ভাই ছিলেন। আর আসাদ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, তাই সা'দ বিন মুআয নিজে সরাসরি কোন বিষয়ে নাক গলানো থেকে বিরত থাকতেন পাছে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ না সৃষ্টি হয়। অতএব তিনি তার অপর এক আত্মীয় উসায়েদ বিন আল-হুযায়েরকে বলেন, আসাদ বিন যুরার-র কারণে আমি কিছুটা দ্বিধান্বিত, অর্থাৎ সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং তার স্থান থেকে তবলীগ করার ক্ষেত্রে সহায়তাও করছে, কিন্তু তুমি গিয়ে মুসআবকে বাধা দাও। যেন তিনি আমাদের লোকজনের মাঝে এই ধর্মহীনতার প্রসার না করেন। আর আসাদকেও বলে দাও যে, এই রীতি ভালো নয়। উসায়েদ আব্দুল আশহাল গোত্রের বিশিষ্ট নেতাদের একজন ছিলেন। সা'দ বিন মুআয-এর পর উসায়েদ বিন আল-হুযায়রেরও নিজ গোত্রের ওপর অনেক প্রভাব ছিল। অতএব সা'দ এর কথায় তিনি মুসআব বিন উমায়ের এবং আসাদ বিন যুরারা'র কাছে যান এবং মুসআবকে সম্বোধন করে রাগত স্বরে বলেন, তুমি কেন

আমাদের লোকজনকে ধর্মচ্যুত করছ। এই কাজ থেকে বিরত হও,নতুবা পরিণতি ভালো হবে না। মুসআব কোন উত্তর দেয়ার পূর্বেই আসাদ ক্ষীণকণ্ঠে মুসআবকে বলেন, তিনি নিজ গোত্রের একজন প্রভাবশালী নেতা। তার সাথে খুবই নম্রতা ও ভালোবাসার স্বরে কথা বলবেন। অতএব মুসআব অত্যন্ত বিনয় এবং ভালোবাসার সাথে উসায়েদকে বলেন, আপনি রাগ করবেন না, বরং অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণের জন্য বসুন আর প্রশান্তচিত্তে আমাদের কথা শুনুন, এর পরই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হোন। উসায়েদ এই কথাকে যুক্তিযুক্ত মনে করে বসে পড়েন। তিনি পুণ্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। মুসআব তাকে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শুনান এবং অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেন। উসায়েদের ওপর এর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, তিনি সেখানেই মুসলমান হয়ে যান এবং এরপর বলেন, আমার পিছনে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যিনি ঈমান আনলে আমাদের পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে যাবে। তুমি অপেক্ষা কর, আমি তাকেও এখানে প্রেরণ করছি। এই কথা বলে উসায়েদ উঠে চলে যান এবং কোন অজুহাতে সা'দ বিন মুআযকে মুসআব বিন উমায়ের এবং আসাদ বিন যুরারা-র কাছে প্রেরণ করেন। মুসআব পূর্বের মতোই প্রথমে পবিত্র কুরআন পাঠ করেন, এরপর নিজস্ব হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে ইসলামী শিক্ষার ব্যাখ্যা করেন। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই এই প্রতিমাও বশে এসে যায়, অতএব সা'দ নির্ধারিত পদ্ধতিতে গোসল করে কলেমা শাহাদাত পাঠ করেন। আর এরপর সা'দ বিন মুআয এবং উসায়েদ বিন আল হুযায়ের উভয়ে একত্রে নিজ গোত্রের লোকজনের কাছে যান এবং সা'দ নির্দিষ্ট আরবী রীতিতে তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, হে আব্দুল আশহাল গোত্রের সদস্যগণ! আমার সম্পর্কে তোমাদের কী অভিজ্ঞতা? সবাই সমস্বরে বলে, আপনি আমাদের নেতা এবং নেতার পুত্র নেতা, আর আপনার কথায় আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। সা'দ বলেন, তাহলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন না করা পর্যন্ত তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর সা'দ তাদেরকে ইসলামী শিক্ষার দর্শন সম্পর্কে অবহিত করেন; আর সেদিন সন্ধ্যা নামার পূর্বেই পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। সা'দ (রাঃ) এবং উসায়েদ স্বয়ং নিজেদের হাতে নিজ গোত্রের প্রতিমা বের করে ভেঙে ফেলেন।

হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন যে, ১৩ নববী'র যিলহজ্জ মাসে হজ্জের সময় অওস এবং খাযরাজ গোত্রের কয়েকশ' মানুষ মক্কায় আসে। মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)ও তাদের সাথে ছিলেন। মুসআব এর মা জীবিত ছিলেন, তিনি মুশরিকা হলেও তাকে (অর্থাৎ ছেলেকে) অনেক ভালোবাসতেন। তিনি তার (অর্থাৎ মুসআবের) আগমনের সংবাদ পেয়ে তাকে সংবাদ পাঠান যে, প্রথমে আমার সাথে এসে সাক্ষাৎ কর, তারপর অন্যত্র যেও। মুসআব (রাঃ) উত্তরে বলেন, আমি এখনও মহানবী (সাঃ)এর সাথে সাক্ষাৎ করি নি, তাঁর (সাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করার পর আপনার কাছে আসব। অতএব, তিনি মহানবী (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার পর নিজের মায়ের কাছে যান। মা তাকে দেখার পর অনেক কান্নাকাটি এবং অনুযোগ-অভিযোগ করে। মুসআব (রাঃ) বলেন, মা! আমি তোমাকে খুবই উত্তম একটি কথা বলছি যা তোমার জন্য খুবই কল্যাণকর আর সব বিবাদের নিষ্পত্তি এতে নিহিত। তিনি বলেন, সেটি কী? মুসআব (রাঃ) মৃদুস্বরে উত্তর দেন, শুধু এতটুকুই যে, প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যাও এবং মহানবী (সাঃ)এর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। সে কট্টর মুশরিকা ছিল, একথা শোনামাত্রই সে হইচই আরম্ভ করে দেয় এবং বলে, তারকারাজির শপথ! আমি তোমার ধর্মে কখনো প্রবেশ করব না আর তার আত্মীয়-স্বজনকে ইশারা করেযে, মুসআবকে ধরে তারা যেন বন্দি করে ফেলে, কিন্তু তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)'র স্মৃতিচারণের কিছু কথা এখনও অবশিষ্ট আছে–তা আগামী খুতবায় বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

হুযুর বলেন, আজ যে দু'জনের জানাযা পড়াবো, তাদের মধ্যে একজন হলেন, মালেক মুজাফ্ফর আহমদ সাহেবের পুত্র মালেক মুনাওয়ার আহমদ জাভেদ সাহেব, যিনি গত ২২ ফেব্রুয়ারি ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। মালেক মুনাওয়ার আহমদ জাভেদ সাহেবের দাদা, হযরত ডাক্তার জাফর চৌধুরী সাহেব এবং তার নানা হযরত শেখ আব্দুল করীম সাহেব,উভয় বুযুর্গই অর্থাৎ (মরহুমের) দাদা ও নানা উভয়েই হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর হাতে বয়আত করে সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেন। ১০ আগস্ট ১৯৮৩ সনে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)'র সমীপে জীবন উৎসর্গ করে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, যা ১৯৮৩ সনের ১৮ আগস্ট তারিখে হুযূর (রাহেঃ) উনার ওয়াক্ফ মঞ্জুর করেন।

তিনি যখন সরকারী চাকরি করতেন, সে সময়কার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে একবার মালেক সাহেব বলেন, চাকরির সময় আমাদের একজন ইনচার্জ ছিলেন, যিনি খুবই বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং একবার তিনি আল্লামা অধ্যাপক খালেদ মাহমুদ সাহেবকে নিয়ে আসেন, যিনি সে যুগের একজন অনেক বড় আলেম ছিলেন। আলেম সাহেব যখন কথায় পেরে উঠছিলেন না তখন রাগের বশে

গালি দিতে আরম্ভ করেন, তখন আমার যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন তিনি ভয় পেয়ে যান যে, কোথাও আবার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায়। তখন সেই আল্লামা সাহেব আমার ইনচার্জ আব্দুর রহমান সাহেবকে সাহস যোগানোর জন্য বলেন, এরা খোদা, রসূল এবং কিতাব অর্থাৎ, ঐশী বাণীর প্রতি এত বেশি যুলুম বা অন্যায় করেছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। কিন্তু এরা প্রত্যেকবার বেঁচে যায় এ কারণে যে, তারা নিজেদের নামাযে খুব কান্নাকাটি করে। এর অর্থ হলো, তিনি এটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, আহমদীদের আহাজারি বা কাকুতিমিনতি সর্বদা তাদের কাজে আসে আর আল্লাহ্‌তা’লা তাদের দোয়া শোনেন। আমাদেরকে ভুল মনে করা সত্ত্বেও তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌তা’লা আমাদের (দোয়া) শোনেন। আল্লাহ্‌তা’লা এদের দৃষ্টি উন্মোচন করুন। আর তারা জাতিকে যে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে রেখেছে, ভুল পথনির্দেশনা দিচ্ছে, আল্লাহ্‌তা’লা তাদেরকে এদের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে রক্ষা করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি যখন যুগপৎ নাযের আলা ও নাযের যিয়াফত ছিলাম তখন তিনি সহকারী নাযের যিয়াফত ছিলেন। আমি দেখেছি যে, তিনি জামা’তের সহায়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন আর সত্য-সঠিক কথা বলা থেকে কখনো বিরত থাকতেন না। যদিও তিনি আমার সহকারী ছিলেন, কিন্তু তার মতে কোন বিষয় জামা’তের স্বার্থের অনুকূলে হলে আর আমি ভিন্ন কথা বলে থাকলে নির্দ্বিধায় আমার মতের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেন এবং বলতেন যদি আমরা এভাবে কাজ করি তাহলে বেশি কল্যাণকর হবে। সব ওয়াকফে যিন্দেগীর মাঝেই এই বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত; অর্থাৎ ভদ্রতার গণ্ডিতে থেকে নিজের মতামত সঠিকভাবে উপস্থাপন করা উচিত। খিলাফতের সাথে তাঁর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল অনেক উন্নতমানের, যার বহিঃপ্রকাশ তাঁর প্রতিটি পত্রে হতো। যখনই সাক্ষাত করতেন তাঁর প্রতিটি সাক্ষাতে এর ধারণা পাওয়া যেত। আল্লাহ্‌তা’লা তাঁর প্রতি দয়া ও মাগফিরাত করুন, তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার স্ত্রী-সন্তানকে ধৈর্য ও মনোবল দিন এবং তাঁদেরকে তার সকল পুণ্যকর্ম অব্যাহত রাখারও তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, মোহতরম শেখ মাহবুব আলম খালেদ সাহেবের পুত্র জনাব প্রফেসর মুনাওয়ার শামিম খালেদ সাহেবের, যিনি ২০২০ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রায় ৮১ বছর বয়সে রাবওয়ায় ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। ১৯৬৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ), মুনাওয়ার শামিম খালেদ সাহেবের নিকাহ্ পড়ানোর প্রাক্কালে বলেছিলেন, ‘আমার আন্তরিক বন্ধু প্রফেসর মাহবুব আলম খালেদ সাহেবের পুত্র প্রফেসর মুনাওয়ার শামিম খালেদ সাহেব আমার কাছে আমার সন্তানদের মতো প্রিয়’।

মুনাওয়ার শামিম খালেদ সাহেব বহু গুণের আধার ছিলেন। উনার প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। রীতিমত নামায ও রোযা পালনকারী, তাহাজ্জুদগুযার ও জামা’তের সাথে পাঁচবেলার নামায আদায়কারী ছিলেন। কলেজে যখন পড়াতেন, তখন কিছুকাল আমিও তাঁর ছাত্র ছিলাম। এরপর আমি যখন আমীরে মোকামী ও নাযের আলা নিযুক্ত হই তখন তিনি আমার প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করেন। কখনো এটি বোঝানোর চেষ্টা করেন নি যে, তুমি আমার ছাত্র ছিলে। খিলাফত ব্যবস্থা ও জামা’তের ব্যবস্থাপনার পরম আনুগত্যকারী ও মান্যকারী ছিলেন।আমার খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পরও (আমার প্রতি) তার সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ছিল অসাধারণ। আল্লাহতা’লা তার প্রতি দয়া ও মাগফিরাতপূর্ণ আচরণ করুন এবং নিজ প্রিয়দের মাঝে তাঁকে স্থান দিন। তাঁর পরিবার পরিজনকেও তাঁর পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
28 February 2020

FROM
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org